আধুনিক বাংলার লক্ষণ

ADHUNIK BANGLAR LAKSHAN

Ranjoy Saha
Asstt. Professor
Nawgong Girls' College
Nagaon (Assam)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়ের তিরোধান বর্ষ (১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) হতে আধুনিক স্তরের বাংলা ভাষার আরম্ভ এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি কাল। লিখবার ভাষা মুখের ভাষা হতে স্বতন্ত্র হয়ে সাধুভাষা রূপে সাহিত্যের একমাত্র বাকরীতি হয়ে দাঁড়ায়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সাধুভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। 'ঘরে বাইরে' থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন চলিত ভাষা, প্রথম চৌধুরী চলিত ভাষাতেই লিখলেন তাঁর মননশীল প্রবন্ধগুলি। দেখা গেল চলিত ভাষাতেই সর্বতোপ্রকারে ভাবকে সহজে এবং সহজবোধ্য করে প্রয়োজনে সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে প্রকাশ করা যায়। অন্ত্য-মধ্য বাংলায় শেষ অবধি লেখ্য ভাষায় কথ্য ভাষার পদের মিশ্রণ অবারিত ছিল। এখন তা আর থাকল না।

আধুনিক বাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় পদমধ্যবর্তী পাশাপাশি দুই স্বর অপিনিহিত (বিপর্যস্ত) অথবা মৌলিক— সন্ধিবদ্ধ হল এবং তার পর শেষ স্বরের পরিবর্তন ঘটল। যেমন- করিয়া > কইর‍্যা > ক'রে।

২. স্বরসঙ্গতির প্রক্রিয়ায় দুটি পৃথক স্বরধ্বনি সমীভূত হয়ে অভিন্ন বা প্রায় অভিন্ন স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন- বিলাতি > বিলিতি, দেশি > দিশি।

৩. ধ্বনি বিপর্যয় আধুনিক বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য। এর উদাহরণ- জানালা >জালনা, বাক্স >বাক্স।

৪. শব্দান্তর্গত মহাপ্রাণধ্বনির লোপ আধুনিক বাংলার এক বিশিষ্ট প্রবণতা। যেমন- দুধ > দুদ্, নাহি > নাই, বাহিরে > বাইরে ইত্যাদি।

৫. উচ্চারণের সুবিধার্থে অনেক সময় স্বরাগম ঘটেছে। যেমন- স্কুল >ইস্কুল, স্পর্ধা >আস্পর্ধা।

৬. অনেক সময় শব্দান্তর্গত ধ্বনি লুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন- ভগিনী >ভগ্নী, নাতিনী >নাত্নী ইত্যাদি।

৭. য-ফলার উচ্চারণ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন- সত্য >সত্ত >শোত্ত, সূর্য্য >সূর্য।

৮. ব-ফলার (W) ব্যবহারও আধুনিক বাংলায় নেই।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আ-কারান্ত কোনো কোনো ণিজন্ত ধাতুর রূপ অণিজন্ত হয়ে দাঁড়াল। যেমন- খেলা (খেলায়) >খেল (খেলে)।

২. সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। যেমন- দান করা, পান করা, গান করা ইত্যাদি।

৩. ভাববচন শব্দের সঙ্গে 'পূর্বক' অথবা 'করতঃ' যোগ করে [= ইয়া] - অন্ত অসমাপিকার অর্থে ব্যবহার। যেমন- গমন-পূর্বক, গমন করতঃ (= গিয়া) শ্রবণ-পূর্বক, শ্রবণ করতঃ (= শুনিয়া) ইত্যাদি।

৪. ফারসি 'ব' (wa)-জাত অব্যয় 'ও' শব্দ পদের ও বাক্যের সংযোজক রূপে ব্যবহার। যেমন- 'রাম ও শ্যাম', 'সে সেখানে গেল ও দেখিল'। সংস্কৃত 'অপি' (এবং 'হ') জাত 'ও' সংগ্রাহক অনুসর্গ (inclusive enclitic) রূপে পূর্বাপর প্রচলিত ছিল। 'ও' ছাড়া 'এবং', 'কিন্তু', 'তবে' ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়েরও ব্যাপক ব্যবহার হয়। 'এবং' 'কিন্তু' 'তবে' সাধারণত দুটি বাক্যকে যুক্ত করে। যেমন- ক. সুকান্ত অল্প কবিতা লিখেছেন এবং অল্পতেই বাজিমাৎ করেছেন। খ. জীবনানন্দ এবং সমর সেন একই কালের কবি, কিন্তু সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন মেরুর কবি। গ. যেতে পারি কিন্তু কেন যাব? ঘ. সকলেরই কবিতা পড়ি, তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাই বেশি ভালো লাগে।

৫. নঞর্থ 'ন' শব্দের সমাপিকা ক্রিয়াপদের পূর্বে না বসে পরে বসা। যেমন- ম-বা "না জাইহ" > আ-বা "যাইও না", ম-বা "না শুনে" > আ-বা "শোনে না"। তবে সম্ভাবক ভাবে পূর্বপ্রয়োগ হয়। যেমন- "সে না খায় না খাবে"।

৬. না, নি, নাই /নেই আধুনিক বাংলার নঞর্থক অব্যয়। যেমন- ক. অনেক খুঁজেও তাকে দেখা গেল না। খ. তাজমহল দেখনি? গ. দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া। ঘ. তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

৭. সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ। যেমন- সে সেখানে গেল। সে দেখিল। সে অবাক হইল। এই তিনটি বাক্যের বদলে- সে সেখানে গিয়া দেখিয়া অবাক হইল।

৮. অষ্টাদশ শতাব্দে প্রচুর ফারসি (ও আরবি) শব্দ গৃহীত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দের তৃতীয় দশক হতে তা কমতে শুরু হল এবং ইংরেজি শব্দ ও ইডিয়ম গৃহীত হতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দের গোড়াতেই কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বাংলায় এমন রূঢ় হয়েছিল যে সেগুলিকে বিদেশি শব্দ বলে চেনা শক্ত। যেমন- আপিল (appeal), লাট (lord), লম্প, লণ্ঠন, বেঞ্চি, সমন (summons) ইত্যাদি।

৯. গদ্য রীতির প্রচলন হল এবং গদ্যের পসার পদ্যকে ম্লান করল। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ হতে সাহিত্যে দিগন্তের ও দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটল।

ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ হতে ইংরেজি রাজকার্যের ভাষা ও উচ্চশিক্ষার বাহন হওয়ায় লেখ্য ও কথ্য ভাষায় ইংরেজি শব্দের পরিমাণ এবং ইডিয়মের প্রভাব ক্রমশ বাড়তে লাগল। আইন আদালতের কাজে বাংলা ফারসির স্থান নেওয়ায় ফারসি শব্দের পরিমাণও কমতে লাগল।

১০. ছন্দ জগতে আধুনিক বাংলায় দেখা গেছে লক্ষণীয় আবিষ্কার। পয়ারের নানা রূপভেদ, অমিত্রাক্ষর, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, গৈরিশ ছন্দ, বলাকার ছন্দ, গদ্য ছন্দ ইত্যাদির আবিষ্কার ও চর্চা আধুনিক বাংলা কবি-মণীষীদের উল্লেখযোগ্য অবদান।

****